হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৭

(১)হযরত পৌল রা. ও হযরত সিল র. আমফিপলি ও আপল্লো নিয়া হয়ে থিসোলোনিকিতে এসে পৌঁছলেন। সেখানে ইহুদিদের একটি সিনাগোগ ছিলো। (২)হযরত পৌল রা. তার নিয়ম মতো সেখানে গেলেন এবং পরপর তিন সাব্বাতে তাদের সংগে কালাম থেকে আলোচনা করলেন।

(৩)তিনি বোঝালেন এবং প্রমাণ করলেন যে, মসিহের কষ্টভোগ করার এবং মৃত থেকে জীবিত হয়ে ওঠার দরকার ছিলো। তিনি বললেন, "যে হযরত ইসা আ. এর কথা আমি আপনাদের বলছি, তিনিই হলেন মসিহ।" (৪)তাদের মধ্যে কয়েকজন ইমান এনে হযরত পৌল রা. ও হযরত সিল র. সংগে যোগ দিলেন। এছাড়া আল্লাহ্ভক্ত অনেক গ্রীক এবং অনেক বিশেষ-বিশেষ মহিলারাও তাঁদের সংগে যোগ দিলেন।

(৫)কিন্তু ইহুদিরা হিংসায় জ্বলে উঠলো। তারা বাজার থেকে কিছু খারাপ লোক যোগাড় করে এনে ভিড় জমালো ও শহরেরমধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দিলো। তাঁরা হযরত পৌল রা. ও হযরত সিল র. খোঁজ করতে লাগলো, যেনো লোকদের কাছে তাঁদেরকে আনতে পারে। (৬)তারা যাসোনের বাড়ি আক্রমণ করলো। কিন্তু সেখানে তাঁদের না-পেয়ে যাসোন ও কয়েকজন ইমানদার ভাইকে টেনে নিয়ে শহর-প্রশাসকদের কাছে গেলো এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, "যে-লোকেরা দুনিয়া তোলপাড় করে তুলেছে, তারা এখন এখানেও এসেছে। (৭)এবং যাসোন তার নিজের বাড়িতে ওদের জায়গা দিয়েছে। ওরা সবাই সম্রাটের হুকুম অমান্য করে বলছে যে, অন্য একজন বাদশাহ আছেন, তাঁর নাম হযরত ইসা আ.।" (৮)এসব শুনে শহর-প্রশাসকরা অস্থির হলেন।

(৯)কিন্তু যাসোন ও অন্যেরা জামিনের টাকা দিলে তারা তাদের ছেড়ে দিলেন। (১০)সেইরাতেই ইমানদারেরা হযরত পৌল রা. ও হযরত সিল র.-কে বিরয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। (১১)সেখানে পৌঁছে তাঁরা ইহুদিদের সিনাগোগে গেলেন। থিসোলোনিকির ইহুদিদের চেয়ে এখানকার ইহুদিদের মন অনেক খোলা ছিলো। তারা খুব আগ্রহের সংগে আল্লাহর কালাম শুনলো এবং তা সত্যি কি-না দেখার জন্য

প্রত্যেক দিন কিতাবের মধ্যে খোঁজ করতে লাগলো। (১২)ফলে তাদের অনেকেই ইমান আনলো। এছাড়া গ্রীকদের অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং পুরুষও ইমান আনলেন।

(১৩)কিন্তু থিসোলোনিকির ইহুদিরা যখন শুনতে পেলো যে, হযরত পৌল রা. বিরয়াতে আল্লাহর কালাম প্রচার করছেন, তখন তারা সেখানেও গেলো এবং লোকদের উত্তেজিত করে গোলমাল বাধিয়ে দিলো। (১৪)ইমানদার ভাইয়েরা তখনই হযরত পৌল রা.কে সাগরের ধারে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু হযরত সিল র. আর হযরত তিমথীয় র. সেখানেই থাকলেন।

(১৫)যে-লোকেরা হযরত পৌল রা.কে সংগে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা তাঁকে এথেন্স শহরে নিয়ে এলেন। এবং সেই লোকেরা হযরত সিল র. ও হযরত তিমথীয় র. জন্য এই হুকুম নিয়ে ফিরে গেলেন যে, তারা যেনো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হযরত পৌল রা. সংগে যোগ দেন।

(১৬)যখন হযরত পৌল রা. এথেন্স শহরে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন সেই শহর প্রতিমায় পূর্ণ দেখে তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। (১৭)তাই তিনি সিনাগোগে গিয়ে ইহুদিদের ও আল্লাহভক্ত গ্রীকদের সংগে আলোচনা করতে লাগলেন। এছাড়া যারা বাজারে আসতো, তাদের সংগেও তিনি দিনের পর দিন আলোচনা করতে থাকলেন।

(১৮)তখন কয়েকজন এপিকিউরীয় ও স্টোয়িকীয় দার্শনিকও তার সংগে তর্ক জুড়ে দিলেন। কেউ-কেউ বললেন, “এই বাচালটা কী বলতে চাচ্ছে?” আবার অন্যেরা বললেন, “মনে হয় উনি বিদেশি দেবদেবীর প্রচারক।” কারণ তিনি হযরত ইসা আ. ও পুনরুত্থান সম্পর্কে সুখবর প্রচার করছিলেন।

(১৯)তাই তাঁরা তাকে এরিয়োপেগসের সভার সামনে উপস্থিত করলো এবং জিজ্ঞেস করলো, “যে নতুন বিষয় আপনি প্রচার করছেন, সেটা কী, তা কি আমরা জানতে পারি? (২০)কারণ এগুলো আমাদের কাছে অদ্ভুত শুনাচ্ছে। তাই আমরা এসবের অর্থ জানতে চাই।”

(২১)এথেন্সের সব লোক এবং সেই শহরে বসবাসকারী বিদেশিরা কেবল নতুন-নতুন বিষয় নিয়ে কথা বলে ও শুনে সময় কাটাতো। (২২)তখন হযরত পৌল রা. এরিয়োপেগসের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “এথেন্সের লোকেরা শুনুন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনারা সবদিক থেকেই অসম্ভব ধর্মভীরু। (২৩)কারণ আমি শহরে ঘুরে বেড়ানোর সময় আপনাদের উপাসনার জিনিসগুলো যখন দেখছিলাম, তখন এমন একটি বেদি দেখতে পেলাম, যার ওপরে লেখা আছে, ‘অজানা দেবতার উদ্দেশে। ’ আপনারা না-জেনে যার উপাসনা করছেন, তাঁর সম্বন্ধেই আমি আপনাদের কাছে প্রচার করছি।

(২৪)আল্লাহ, যিনি এই দুনিয়া ও তার মধ্যে যা আছে, তার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আসমান ও জমিনের মালিক। তিনি মানুষের হাতে তৈরি কোনো ঘরে বাস করেন না।

মানুষের হাত থেকে সেবা গ্রহণ করারও তাঁর দরকার নেই। (২৫)তাঁর কোনো অভাব নেই। কারণ তিনিই সব মানুষকে জীবন, মৃত্যু এবং সবকিছু দান করেন ।

(২৬)তিনি একজন মানুষ থেকে সমস্ত জাতির লোকদের সৃষ্টি করেছেন, যেনো তারা সারা দুনিয়া অধিকার করে। তারা কখন, কোথায় বাস করবে এবং কতো দিন বাঁচবে, তাও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন, (২৭)যেনো তারা আল্লাহর খোঁজ করে এবং হাতড়াতে-হাতড়াতে তাঁকে পেয়ে যায়। যদিও তিনি আমাদের কারো কাছ থেকে দূরে নন। (২৮)তাঁর মধ্যেই আমরা জীবন কাটাই ও চলাফেরা করি এবং বেঁচেও আছি। আপনাদের কয়েকজন কবিও বলেছেন, ‘কারণ আমরাও তাঁর সন্তান।’

(২৯)তাহলে আমরা যখন আল্লাহর সন্তান, তখন আল্লাহকে মানুষের হাত ও চিন্তা শক্তি দিয়ে তৈরি সোনা ও রুপা বা পাথরের মূর্ত্তি মনে করা আমাদের উচিত নয়। (৩০)আগেকার দিনে মানুষের অবহেলাকে আল্লাহ্ দেখেও দেখেননি। এখন তিনি সব জায়গার সব লোককে তওবা করার হুকুম দিচ্ছেন। (৩১)কারণ তিনি একটি দিন ঠিক করেছেন, যে-দিনে তাঁর নিযুক্ত লোকের দ্বারা তিনি ন্যায়ভাবে মানুষের বিচার করবেন। এবং তিনি তাঁকে মৃত থেকে জীবিত করে তুলে সবার কাছে এর নিশ্চয়তা দিয়েছেন।”

(৩২)যখন তারা মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনলো, তখন কয়েকজন মুখ বাঁকালো। কিন্তু অন্যেরা বললো, “এ-বিষয়ে আমরা আবার আপনার কথা শুনবো।” (৩৩)তখন হযরত পৌল রা. তাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

(৩৪)কিন্তু কয়েকজন লোক হযরত পৌল রা. সংগে যোগ দিলো এবং ইমান আনলো। তাদের মধ্যে দিয়নুসিয় নামে এরিয়োপেগসের সভার এক সদস্য, দামারিস নামের একজন মহিলা এবং তাদের সংগে আরো কয়েকজন ছিলেন।